দৈনিক
জনকণ্ঠ

23 APR 2003

সার্ককে গতিশীল করতে হবে

সার্ককে আরও গতিশীল এবং কার্যকর করার ব্যাপারে বাংলাদেশের সঙ্গে শ্রীলঙ্কাও ঐকমত্য প্রকাশ করেছে। সার্ক চার্টারকে অনুসরণের মাধ্যমে সহজেই সদস্য রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক বিরোধকে পাশ কাটিয়ে আঞ্চলিক এই সংগঠনটিকে আরও বেশি কার্যকর করা যায় বলে দু'দেশের পক্ষ থেকেই মতপ্রকাশ করা হয়েছে। দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দেশে ফেরার পথে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা বন্দরনায়েকে কুমারাতুঙ্গা নিজেই এই তথ্য প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র সচিব এক প্রেস ব্রিফিংয়ে একই ধরনের কথা জানান। বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের দু'দিনের এই সফরে সার্ক ছাড়াও ব্যবসাবাণিজ্য, পুঁজি বিনিয়োগ, শ্রীলঙ্কায় শান্তি প্রক্রিয়া, ইরাক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। সকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে তিনি এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বৈঠকে মিলিত হন। রবিবার রাতে ঢাকা ত্যাগ করার আগে বিকালে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সার্ক সম্পর্কে তিনি বলেন, দু'টি সদস্যরাষ্ট্রের রাজনৈতিক জটিলতার কারণে সার্কের কর্মকাণ্ডে যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে, সার্ক-চার্টার অনুযায়ীই তা থেকে উত্তরণ সম্ভব। তিনি বলেন, 'দারিদ্র্য বিমোচন, সংস্কৃতি বিনিময়, তথ্যপ্রযুক্তিসহ নানা বিষয় নিয়েই সার্কের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। চালু করা যেতে পারে সার্ক বিজনেস চেম্বার।' এ-সকল ব্যাপারে শ্রীলঙ্কা সাহায্যের হাত বাড়াবে বলেও তিনি অঙ্গীকার করেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিশেষ উদ্বেগের কারণ আছে। ১৯৮৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঢাকাতেই যাত্রা শুরু করার পর থেকে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, এমনটিই ছিল প্রত্যাশিত। অথচ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সার্কের কার্যক্রম অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। সার্কের চার্টার অনুযায়ী এখানে জোটভুক্ত ৭টি দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় কোন বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। পাকিস্তান শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত করার দায় ভারতের ওপর চাপালেও ভারত এজন্য পাকিস্তানকে দোষারোপ করে বলেছে, ভারতের দেয়া প্রতিটি অর্থবহ প্রস্তাব পরিকল্পিতভাবে বাতিল করে দেয়ায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশও এই শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হওয়ায় গভীর হতাশা প্রকাশ করেছে।

বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি যেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেখানে আমরা যেন এর উল্টা পথে হাঁটছি। ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, এমনকি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়ও আমরা শক্তিশালী আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রত্যক্ষ করছি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন একক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করেছে, জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভিসাপ্রথাও উঠে গেছে। আমাদের চোখের সামনে একইভাবে আসিয়ানও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমরা মনে করি, আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় এক শ' কোটি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দক্ষিণ এশিয়ার সার্কের একটি সমৃদ্ধিশালী এলাকায় পরিণত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা আরও মনে করি, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই পর্যবেক্ষণগুলো বিবেচনায় নিয়ে সার্কের ব্যাপারে নতুন করে চিন্তাভবনা শুরু করা উচিত। বর্তমান মুক্ত অর্থনীতির এই যুগে টিকে থাকার জন্য আঞ্চলিকভাবে আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জোটবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে হবে। সার্ক সম্মেলন স্থগিত নয় বরং এই জোটকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়, সে-ব্যাপারটি নিয়ে এখন সার্কভুক্ত সকল দেশকেই গঠনমূলক চিন্তা নিয়ে ভাবতে হবে। অবশ্য চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একরোখা মনোভাবের বদলে সমঝোতামূলক তথা উদার মনোভাবকেই সকল সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। তাহলে সার্ক তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।